ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUN 25 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন

পটুয়াখালী কৃষি কলেজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হচ্ছে

কাজল বরণ দাস, পটুয়াখালী থেকে : পটুয়াখালী কৃষি কলেজ শিগগির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। সরকারের এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, কলেজের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য ও প্রকল্প পরিচালক মেজবাহউদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তরের বিষয়ে গত মার্চ মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে। ঐ চিঠিতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট কৃষি কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিধি মোতাবেক আত্মীকরণ করা হবে। গত ৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'পটুয়াখালী কৃষি কলেজ' ও 'দিনাজপুর হাজী দানেশ কৃষি কলেজ' এ দুটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের বিষয়টি অনুমোদন করেন। এর প্রেক্ষিতে ঐ চিঠি পাঠানো হয়। এতে আরো বলা হয়, কলেজের জমিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে তাতে কৃষি বিষয়ে একটি করে ফ্যাকাল্টি এবং উভয় কলেজের বর্তমান শিক্ষাক্রমসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়বিষয়ক অন্যান্য ফ্যাকাল্টি চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১৯৭২ সালে পটুয়াখালী জেলা শহরের উত্তর প্রান্তে দুমকীর লেবুখালী ইউনিয়নের পীরতলায় ৭ হাজার ১৯৬ একর জমির ওপর কৃষিসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে একটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৯ সালে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভের পর এটি কৃষি কলেজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এ কলেজে ১৪টি বিভাগ রয়েছে। বিভাগ গুলো থেকে এ পর্যন্ত ১৩টি ব্যাচে মোট ৫৯২ জন কৃষি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছে। বর্তমানে কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীসংখ্যা ৫৬১। অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষসহ মোট ৮৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে অধ্যাপক ১০, সহযোগী অধ্যাপক ১৬, সহকারী অধ্যাপক ২৪ এবং প্রভাষক ৩৩ জন।

কলেজে ৩৫২ আসনবিশিষ্ট দুটি ছাত্রাবাস ও ৯৬ আসনবিশিষ্ট একটি ছাত্রী নিবাস রয়েছে। এছাড়া রয়েছে ১০০ আসনবিশিষ্ট ছয়টি শ্রেণী কক্ষ, ১৫টি গবেষণাগার, ৭৫টি শিক্ষক রুম, সেমিনার কক্ষ, প্রশাসনিক ও অতিথি ভবন, অধ্যক্ষের দ্বিতল ভবন, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবন, দ্বিতল লাইব্রেরি ভবন, চিকিৎসা কেন্দ্র, মসজিদ, ব্যায়ামাগার, ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম। পরিবহনের জন্য রয়েছে একটি বাস, একটি মিনিবাস, একটি মাইক্রোবাস, একটি পিকআপ ও একটি ভ্যান। আরো আছে দুটি পাম্প হাউস, দুটি জেনারেটর, মৎস্যচাষের জন্য ৫.৫ একর লেক, ৩৫ একর জমিতে রয়েছে হর্টিকালচার ফার্ম। কোস্টাল ফার্মের জন্য কুয়াকাটায় রয়েছে ১০০ একর জমি।

কৃষিতত্ত্ব, রসায়ন, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, উদ্যানতত্ত্ব, ফসল, উদ্ভিদবিজ্ঞান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, কৌলিক তত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, কীটতত্ত্ব, কৃষি সম্প্রসারণ, খামার সম্প্রসারণ, পশুপালন, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ, পরিসংখ্যান, কৃষি রসায়নসহ ১৪টি বিভাগ রয়েছে এ কলেজে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধীদলীয় নেত্রী থাকাকালে ১৯৯৫ সালে পটুয়াখালীতে এক জনসভায় ঘোষণা দেন যে, তার দল (আওয়ামী লীগ) ক্ষমতায় গেলে পটুয়াখালী কৃষি কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে। ১৯৯৭ সালের ১৫ মার্চ পিডিএস এ ময়দানে দলীয় এক জনসভায় তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঐ কলেজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই ঘোষণাই এখন বাস্তবায়নের পথে।